ব্রিগেডিয়ার সুখজিত সিং (অবসরপ্রাপ্ত) এমভিসি

বনাম

উত্তরপ্রদেশ রাজ্য ও অন্যান্যরা

(২০১৯ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১৪৮)

২৫শে জানুয়ারী, ২০১৯

[অশোক ভূষণ এবং কে. এম. জোসেফ, বিচারপতিদ্বয়]

ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩ – ধারা ৩৯১ – আপিল আদালতে অতিরিক্ত সাক্ষ্য – একটি রেজিমেন্টাল কল্যাণ ট্রাস্টের বিভিন্ন স্থাবর সম্পত্তি ছিল যার মধ্যে কৃষি জমিও অন্তর্ভুক্ত ছিল – ১৮.১০.১৯৮৯ তারিখে, ট্রাস্টের কার্যালয় কর্তৃক একটি ট্রাস্ট ঘোষণার দলিল সম্পাদিত হয়, যেখানে এটিকে ট্রাস্টের প্রকৃতি পরিবর্তন না করে একটি নতুন ট্রাস্ট বলে দাবি করা হয় – একই তারিখে, ট্রাস্টিদের দ্বারা ১১২ নং একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় যেখানে আপিলকারী এবং অন্যান্য অভিযুক্তদের ট্রাস্টের নামে কাজ করার এবং কৃষি জমি বিক্রি করার অনুমতি দেওয়া হয় – ফলস্বরূপ, ট্রাস্ট এবং উত্তরদাতা নং ২ এবং অন্যান্য ক্রেতাদের সাথে জমি ক্রয়ের জন্য সমঝোতা স্মারক (এম.ও.ইউ.) স্বাক্ষরিত হয় – উত্তরদাতা নং ২ বায়না অর্থ পরিশোধ করেন – বিক্রয় সম্পাদিত হয়নি – উত্তরদাতা নং ২-অভিযোগকারী আপিলকারী এবং অন্যান্য অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৪২০/৪০৬ এর অধীনে প্রাথমিক তথ্য প্রতিবেদন (এফ.আই.আর.) দায়ের করেন – বিচারিক আদালত আপিলকারী এবং অন্যান্য অভিযুক্তদের দোষী সাব্যস্ত করেন – আপিলকারী কর্তৃক ফৌজদারি আপিল দায়ের করা হয় – আপিলের বিচারাধীন থাকাকালীন, আপিলকারী ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৩৯১ এর অধীনে উক্ত ১৮.১০.১৯৮৯ তারিখের ট্রাস্ট দলিল এবং ১১২ নং প্রস্তাব নথিভুক্ত করার জন্য এবং একই প্রমাণ করার জন্য সাক্ষীকে তলব করার জন্য আবেদন দায়ের করেন – আপিল আদালত কর্তৃক আবেদনগুলি প্রত্যাখ্যান করা হয় – আপিলকারী আপিল আদালতের আদেশের বিরুদ্ধে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৪৮২ এর অধীনে আবেদন দায়ের করেন – হাইকোর্ট ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৪৮২ এর অধীনে আবেদন প্রত্যাখ্যান করে এবং রায় দেয় যে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৩৯১ এর অধীনে আবেদনগুলি আপিলকারী কর্তৃক বিলম্বিত পর্যায়ে দায়ের করা হয়েছিল এবং একই কিছু অসৎ উদ্দেশ্যে দায়ের করা হয়েছিল – আপিলে,স্থির করে: অতিরিক্ত সাক্ষ্য দায়ের করা বিলম্বিত পর্যায়ে ছিল বলে হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ সঠিক ছিল না – আপিলকারীকে ০৭.১০.২০১৩ তারিখে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল এবং পরদিন অর্থাৎ ০৮.১০.২০১৩ তারিখে অবিলম্বে আপিল দায়ের করা হয়েছিল – নথিভুক্ত এমন কিছু ছিল না যা নির্দেশ করে যে আপিলের শুনানি চলছিল এবং সেই পর্যায়ে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৩৯১ এর অধীনে আবেদন দায়ের করা হয়েছিল, সুতরাং, আবেদনটিকে বিলম্বিত পর্যায়ে দায়ের করা হয়েছে বলে অভিহিত করা অযৌক্তিক ছিল – উপরন্তু, হাইকোর্টের সামনে আবেদনটিকে অভিযুক্তের অসৎ উদ্দেশ্যে দায়ের করা হয়েছে বলে বলা যায় না –

অপরাধী, যিনি দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন, তার সমস্ত কারণ উল্লেখ করার এবং অতিরিক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করার অধিকার রয়েছে, যা আপিল আদালতের মতে আপিল নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় – এছাড়াও, একজন 'এফ' আপিলকারীর বিরুদ্ধে একটি ফৌজদারি মামলা দায়ের করেছিলেন যা কৃষি জমি বিক্রয়ের বিষয়ে একই সমঝোতা স্মারক এর উপর ভিত্তি করে ছিল – উক্ত মামলায়, ১৮.১০.১৯৮৯ তারিখের ট্রাস্ট ডিড দাখিল করা হয়েছিল এবং প্রমাণিত হয়েছিল, এবং আপিলকারীকে খালাস দেওয়া হয়েছিল – সুতরাং, হাইকোর্ট ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৩৯১ এর অধীনে এখতিয়ার প্রয়োগ না করে ভুল করেছে।

ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩ – ধারা ৩৯১ – আপিল আদালতের ক্ষমতা – স্থির করে: আপিল আদালতের ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৩৯১ এর অধীনে ক্ষমতার উপর কোনো বাধা নেই – ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত ক্ষমতা আদালতের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে – বিচারিক প্রশাসনের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হল ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা – জনগণের কাছে ন্যায়বিচার প্রদানের জন্য আদালত বিদ্যমান।

আপিল মঞ্জুর করে, আদালত

আদেশ:১. ঘটনাগুলি ইঙ্গিত করে যে ট্রাস্ট বিচাই গ্রামের কৃষি জমির মালিক বলে স্বীকার করা হয়েছে। অভিযোগকারী তার নিজের মামলা অনুযায়ী ১৯৭৫ সাল থেকে ট্রাস্টের ঠিকেদার হিসাবে বিপুল সংখ্যক কৃষি জমির দখলে আছেন, যা তিনি এমনকি প্রথম তথ্য প্রতিবেদনেও উল্লেখ করেছেন। আপিল আদালতে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৩৯১ এর অধীনে ১৮.১০.১৯৮৯ তারিখের ট্রাস্ট ডিডের সত্যায়িত অনুলিপি এবং ১৮.১০.১৯৮৯ তারিখের ১১২ নং রেজোলিউশন গ্রহণ করার এবং মৌখিক সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা উক্ত নথি প্রমাণ করার অনুমতি দেওয়ার জন্য আবেদন করা হয়েছিল। বিচারিক আদালত তার ০৭.১০.২০১৩ তারিখের রায়ে ট্রাস্ট ডিডের উল্লেখ করেছে। বিচারিক আদালত তার রায়ে পর্যবেক্ষণ করেছে যে "১৮.১০.১৯৮৯ তারিখের ট্রাস্ট ডিডের অনুলিপি নথিভুক্ত রয়েছে যার কাগজ নং ৩০খা/৪৬"। বিচারিক আদালত আরও পর্যবেক্ষণ করেছে যে "এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে অভিযুক্ত ১৮.১০.১৯৮৯ তারিখের ট্রাস্ট ডিড সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা প্রমাণ করেনি"।

২. নথিতে যা উপলব্ধ ছিল তা ছিল ট্রাস্ট ডিডের ফটোকপি। ট্রাস্ট ডিড প্রমাণ না হওয়ায়, বিচারিক আদালত ট্রাস্ট ডিড এবং রেজোলিউশনকে বিবেচনায় নেয়নি, যা আপিলকারী এবং অন্যান্য ট্রাস্টিদের কৃষি জমি বিক্রয়ের জন্য সমঝোতা স্মারকগুলিতে প্রবেশ করার আচরণ বুঝতে ও জানার জন্য প্রাসঙ্গিক ছিল।

উপরে উল্লিখিত ঘটনাগুলি নির্দেশ করে যে রাষ্ট্রপক্ষ ১৭.১১.২০০০ তারিখে তার সাক্ষ্যপ্রমাণ নথিভুক্ত করা শুরু করে, যা ২১.১১.২০১২ তারিখে সম্পন্ন হয়। রাষ্ট্রপক্ষ তার সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থাপনের জন্য বারো বছর সময় নেয় এবং ২১.১১.২০১২ এর পরে, ০৭.১০.২০১৩ তারিখে রায় দেওয়া হয়। আপিলকারী ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৪২০/৩৪ এর অধীনে অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হন, এই অভিযোগ গ্রহণ করে যে অভিযোগকারীকে ট্রাস্টের কৃষি জমি বিক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে প্রতারিত করা হয়েছিল।

৩. আপিলকারী কর্তৃক রামপুর দায়রা বিচারকের আদালতে একটি ফৌজদারি আপিল দায়ের করা হয়। এরপর, ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৩৯১ এর অধীনে (১৪ খা) একটি আবেদন দায়ের করা হয় উক্ত ১৮.১০.১৯৮৯ তারিখের ট্রাস্ট ডিড এবং ১১২ নং রেজোলিউশন নথিভুক্ত করার জন্য। ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৩৯১ এর অধীনে (১৭ খা) আরেকটি আবেদন দায়ের করা হয় ১৮.১০.১৯৮৯ তারিখের ট্রাস্ট ডিড এবং ১১২ নং রেজোলিউশন প্রমাণ করার জন্য সাক্ষীদের তলব করার জন্য। উভয় আবেদনই জেলা জজের বিবেচনার জন্য আসে, যিনি ০২.১১.২০১৫ তারিখের আদেশ দ্বারা উভয় আবেদনই প্রত্যাখ্যান করেন। ০২.১১.২০১৫ তারিখের আদেশের বিরুদ্ধে, আবেদনকারী কর্তৃক হাইকোর্টে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৪৮২ এর অধীনে একটি আবেদন দায়ের করা হয়, যা হাইকোর্ট তার বিতর্কিত ১৭.০১.২০১৭ তারিখের রায় দ্বারা প্রত্যাখ্যান করেছে। হাইকোর্ট কর্তৃক ধারা ৪৮২ এর অধীনে দায়ের করা আবেদন প্রত্যাখ্যান করার জন্য প্রদত্ত এবং নির্ভর করা কারণগুলি ভিত্তিহীন। হাইকোর্টের প্রথম পর্যবেক্ষণ হল এত বিলম্বিত পর্যায়ে অতিরিক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ দাখিল করা। বর্তমান মামলার ঘটনাগুলিতে এই আদালত উপরোক্ত পর্যবেক্ষণ অনুমোদন করে না। যখন আপিল আদালতকে অতিরিক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থাপনের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তখন এটি বিলম্বিত পর্যায় ছিল এমন পর্যবেক্ষণ অপ্রয়োজনীয় ছিল। আপিলকারীকে ০৭.১০.২০১৩ তারিখে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল এবং পরদিন অর্থাৎ ০৮.১০.২০১৩ তারিখে অবিলম্বে আপিল দায়ের করা হয়েছিল। হাইকোর্ট এমনটিও উল্লেখ করেনি যে নথিভুক্ত এমন কিছু আছে যা নির্দেশ করে যে আপিলের শুনানি চলছিল এবং এই পর্যায়ে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৩৯১ এর অধীনে আবেদন দায়ের করা হয়েছিল, তাই আবেদনটিকে বিলম্বিত পর্যায়ে দায়ের করা হয়েছে বলে অভিহিত করা নিজেই অযৌক্তিক ছিল। উপরন্তু, হাইকোর্টের এই পর্যবেক্ষণ যে আবেদনটি কিছু অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে দায়ের করা হয়েছিল তা গ্রহণযোগ্য নয়। আপিলকারীকে বিচারিক আদালত কর্তৃক ইতিমধ্যে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল, অভিযোগ ছিল ট্রাস্টের কৃষি জমি বিক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে অভিযোগকারীকে প্রতারণা করা।

দ্বিতীয় ট্রাস্ট ডিড, যার তারিখ ১৮.১০.১৯৮৯, যা নথিভুক্ত ছিল এবং বিচারিক আদালত কর্তৃক উল্লিখিত হয়েছিল কিন্তু আপিলকারী দ্বারা প্রমাণিত না হওয়ায় তা দেখতে অস্বীকার করা হয়েছিল। ট্রাস্ট ডিড এবং রেজোলিউশনের সত্যায়িত অনুলিপি গ্রহণ করার জন্য এবং আপিলকারীকে সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপনের অনুমতি দেওয়ার জন্য হাইকোর্টের সামনে আবেদন দাখিল করাকে কোনোভাবেই দোষী সাব্যস্ত আসামীর অসৎ উদ্দেশ্য বলা যায় না। আপিলে, তার সমস্ত যুক্তি উত্থাপন করার এবং অতিরিক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করার অধিকার রয়েছে, যা আপিল আদালতের মতে আপিল নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয়। যেমনটি উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, এই আদালত নির্দেশ দিয়েছে যে যখন অতিরিক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করা প্রয়োজন হয়, তখন তা কোনো নির্দিষ্ট সূত্রে তালিকাভুক্ত বা গণনা করা যায় না। অতিরিক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করা প্রয়োজন কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসার জন্য প্রতিটি মামলার তথ্যের উপর নির্ভর করে। বর্তমান একটি মামলা যেখানে আপিলকারী এবং তার আইনজীবীর ত্রুটির কারণে দ্বিতীয় ট্রাস্ট ডিড, যা জমি বিক্রয়ের পদক্ষেপ নেওয়ার ভিত্তি ছিল, তা প্রমাণ করা যায়নি।

৪. হাইকোর্টের দ্বিতীয় পর্যবেক্ষণ হল যে আপিলের সিদ্ধান্তকে অনন্তকাল পর্যন্ত বিলম্বিত করার জন্য আপিলকারী কর্তৃক আপিল পর্যায়ে অতিরিক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণের আবেদন দায়ের করা হয়েছে। যখন রাষ্ট্রপক্ষ বিচারিক আদালতে সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপনে বারো বছর সময় নেয় এবং বিচারিক আদালত কর্তৃক রায় ০৭.১০.২০১৩ তারিখে দেওয়া হয়, আপিল ০৮.১০.২০১৩ তারিখে দায়ের করা হয়, তখন আপিলকারীকে কীভাবে এই অভিযোগে অভিযুক্ত করা যেতে পারে যে তিনি আপিলকে অনন্তকাল পর্যন্ত বিলম্বিত করতে চেয়েছিলেন? এই পর্যবেক্ষণ অযৌক্তিক এবং ভুল ছিল। যখন আইন একজন আসামীকে আপিলের অধিকার প্রদান করে, তখন তার ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করার এবং আপিল আদালতের সমস্ত ক্ষমতার সুবিধা গ্রহণ করার অধিকার রয়েছে। একটি ফৌজদারি মামলায় আপিল আদালতকে বিবেচনা করতে হবে যে আসামীর দোষী সাব্যস্ত হওয়া গ্রহণযোগ্য কিনা বা আপিলকারী খালাসের জন্য একটি মামলা তৈরি করেছে কিনা। সকল আদালতের প্রচেষ্টা সত্য এবং ন্যায়বিচারের দিকে পৌঁছানো। অভিযোগকারীর মামলাটিও এই ছিল যে ট্রাস্ট ডিড কার্যকর হওয়ার পরেই কৃষি জমি বিক্রয়ের বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়েছিল। ট্রাস্ট ডিড এবং রেজোলিউশন, যা জমি বিক্রয়ের প্রক্রিয়া শুরুর ভিত্তি এবং মূল, এমন

নথি ছিল যা প্রমাণ করার অনুমতি দেওয়া উচিত ছিল যাতে আপিলকারীর কোনো অপরাধমূলক উদ্দেশ্য থাকলে তা খুঁজে বের করার জন্য কোনো সিদ্ধান্তে আসা যায়।

৫. এটি আরও প্রাসঙ্গিক যে 'এফ' কর্তৃক দায়ের করা অন্য একটি মামলায়, যিনি একজন ক্রেতাও ছিলেন এবং একই অভিযোগে প্রাথমিক তথ্য প্রতিবেদন দায়ের করেছিলেন। উক্ত মামলায়, ১৮.১০.১৯৮৯ তারিখের দ্বিতীয় ট্রাস্ট ডিড দাখিল করা হয়েছিল এবং প্রমাণিত হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত, ৩০.১১.২০১৫ তারিখের রায় দ্বারা আপিলকারীকে উক্ত মামলায় খালাস দেওয়া হয়েছে, যা নথিভুক্ত করা হয়েছে। অন্য ফৌজদারি মামলায়, যা একই অভিযোগের ভিত্তিতে ছিল এবং যা কৃষি জমি বিক্রয়ের বিষয়ে একই (এম.ও.ইউ) এর উপর ভিত্তি করে ছিল, যেখানে 'এফ' কর্তৃক একই তারিখে ৭৫,৬০০/- টাকাও পরিশোধ করা হয়েছিল, ট্রাস্ট ডিড দাখিল করা হয়েছিল এবং প্রমাণ করা হয়েছিল যার উপর নির্ভর করে আপিলকারীর খালাস নথিভুক্ত করা হয়েছে। আপিলকারী আরও জমা দিয়েছেন যে ৩০.১১.২০১৫ তারিখের খালাসের রায়ের উল্লেখ হাইকোর্টের সামনেও করা হয়েছিল, কিন্তু হাইকোর্ট উক্ত রায়কে বিবেচনায় নেয়নি।

৬. বর্তমান মামলার ঘটনাগুলিতে, আপিল আদালত ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৩৯১ এর অধীনে ১৮.১০.১৯৮৯ তারিখের দ্বিতীয় ট্রাস্ট ডিড এবং ১৮.১০.১৯৮৯ তারিখের ১১২ নং রেজোলিউশন গ্রহণ করতে এবং নথিগুলি প্রমাণ করার জন্য আপিলকারীকে সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপনের অনুমতি না দিয়ে এখতিয়ার প্রয়োগে ভুল করেছে।

রাজেশ্বর প্রসাদ মিশ্র বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং আরেকজন এআইআর ১৯৬৫ এসসি ১৮৮৭ : [১৯৬৬] ১ এসসিআর ১৭৮;রামভাউ এবং আরেকজন বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য (২০০১) ৪ এসসিসি ৭৫৯ : [২০০১] ৩ এসসিআর ২১০ – নির্ভর করা হয়েছে।

পারমিন্দর কৌর বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য এবং আরেকজন (২০১০) ১ এসসিসি ৩২২ : [২০০৯] ১৫ এসসিআর ৪৩০ – উল্লিখিত।

<u>মামলা প্রসঙ্গ</u>

[২০০৯] ১৫ এসসিআর ৪৩০	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ৬
[১৯৬৬] ১ এসসিআর ১৭৮	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১২
[২০০১] ৩ এসসিআর ২১০	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৫

ফৌজদারি আপিল এখতিয়ারঃ ২০১৯ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১৪৮।

২০১৫ সালের ফৌজদারি বিবিধ আবেদন নং ৩৪১০০-এ এলাহাবাদ হাইকোর্টের ১৭.০১.২০১৭ তারিখের রায় এবং আদেশ থেকে উদ্ভূত।

আপিলকারীর পক্ষে আর. এস. সুরি, প্রবীণ আইনজীবী., গুরবক্ষ সিং, এল. এস. হাসান, জামাইল সিং, অভিজাত পি. মেধ, আইনজীবীরা।

রত্নাকর দাস, অজয় বিক্রম সিং, শ্রীমতী প্রিয়াঙ্কা সিং, আর. কে. সিং, মকলেশ আনন্দ, উত্তরদাতাদের পক্ষে আইনজীবীরা।

আদালতের রায় প্রদান করেন

অশোক ভূষণ, বিচারপতি

১। অনুমতি মঞ্জুর করেন।

২. এলাহাবাদ হাইকোর্টের ১৭.০১.২০১৭ তারিখের রায়কে বিরোধিতা করে এই আপিল দায়ের করা হয়েছে, যেখানে আপিলকারী কর্তৃক ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৪৮২ এর অধীনে দায়ের করা আবেদন খারিজ করা হয়েছিল। সেই আবেদনে, আপিলকারী কর্তৃক ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৩৯১ এর অধীনে দায়ের করা দুটি আবেদন ০২.১১.২০১৫ তারিখে দায়রা বিচারক কর্তৃক প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল।

৩. এই আপিল নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় মামলার সংক্ষিপ্ত তথ্যগুলি হল:-

৩.১ ভারতীয় সেনাবাহিনীর সিন্ধে হর্স রেজিমেন্টের সাথে সম্পর্কিত একটি রেজিমেন্টাল কল্যাণ ট্রাস্ট ২৭.০৬.১৯৫৯ তারিখে নিবন্ধিত হয়েছিল। ট্রাস্টের বিভিন্ন স্থাবর সম্পত্তি ছিল যার মধ্যে তেহসিল-বিলাসপুর, জেলা-রামপুরের বিচাই, ফুলপুর এবং বিহট গ্রামের কৃষি জমিও অন্তর্ভুক্ত ছিল। উত্তরদাতা নং ২ ১৯৭৫ সাল থেকে বিচাই গ্রামের ট্রাস্টের ৫০ একর কৃষি জমির ঠিকেদার হিসাবে দখলে ছিলেন। তেহসিল-বিলাসপুরের তিনটি গ্রামের ট্রাস্টের অন্যান্য কৃষি জমি বিভিন্ন ব্যক্তিকে ঠিকেদার হিসাবে দেওয়া হয়েছিল।

৩.২ ট্রাস্টের চেয়ারম্যানের পদ সিন্ধে হর্স রেজিমেন্টের কমান্ড্যান্টের হাতে রয়েছে। ১৮.১০.১৯৮৯ তারিখে, সিন্ধে হর্স রেজিমেন্টের কমান্ড্যান্ট কর্তৃক একটি ট্রাস্ট ঘোষণার দলিল সম্পাদিত হয়, যেখানে এটিকে ট্রাস্টের প্রকৃতি পরিবর্তন না করে একটি নতুন ট্রাস্ট ডিড বলে দাবি করা হয়। ১৮.১০.১৯৮৯ তারিখের দলিলে (দিল্লিতে নিবন্ধিত), রামপুর জেলার ট্রাস্ট জমির বিবরণও উল্লেখ করা হয়েছিল, যার মধ্যে বিচাই গ্রামের ৪৭৪ বিঘা জমিও অন্তর্ভুক্ত ছিল। ট্রাস্ট ডিডে উল্লিখিত একটি ধারা ছিল যে সমস্ত ট্রাস্টিদের সর্বসম্মত অনুমোদন দ্বারা ট্রাস্টের মূলধন পরিবর্তন করা যেতে পারে।

১৮.১০.১৯৮৯ তারিখে, ট্রাস্টিদের দ্বারা ১১২ নং একটি রেজোলিউশন গৃহীত হয় যেখানে সর্বসম্মতভাবে কর্নেল রবি ইন্দর সিং, ব্রিগেডিয়ার সুখজিৎ সিং, এমভিসি, মেজর জেনারেল বি.এস. মালিক এবং রিস মজুমদার রোশনলালকে ট্রাস্টের নামে এবং ট্রাস্টিদের পক্ষে বিচাই, ফুলপুর এবং বিহট গ্রামে অবস্থিত ভবন সহ ট্রাস্টের কৃষি খামারের জমি বিক্রয়ের জন্য অনুমোদন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। রেজোলিউশনে জমি হস্তান্তর এবং নিবন্ধনের জন্য অন্যান্য শর্তাবলীও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৩.৩ ১৮.১০.১৯৮৯ তারিখের ট্রাস্ট ডিড এবং রেজোলিউশনের অনুসরণে, সিন্ধে হর্স ট্রাস্ট এবং উত্তরদাতা নং ২-শ্রী হরগুশরন সিং (অভিযোগকারী) এবং অন্যান্য ক্রেতাদের সাথে জমি ক্রয়ের জন্য একটি সমঝোতা স্মারক (এম.ও.ইউ) সম্পাদিত হয়। (এম.ও.ইউ)-তে আরও একটি শর্ত ছিল যে শুধুমাত্র সিন্ধে হর্স ট্রাস্টের অনুকূলে পে অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে অর্থ পরিশোধ করতে হবে। ২৮.০৪.১৯৯১ তারিখে, শ্রী হরগুশরন সিং (অভিযোগকারী) এবং অন্যান্য ক্রেতাদের মধ্যে আরেকটি (এম.ও.ইউ) সম্পাদিত হয় যার মাধ্যমে অভিযোগকারী প্রতি একর ৪৪,০০০/৪৫,০০০/- টাকা দরে ৪০ একর জমি অধিগ্রহণ করবেন। ০৩.০৭.১৯৯১ তারিখে, অভিযোগকারী কর্নেল রবি ইন্দর সিংকে ১,০০,৪০০/- টাকা বায়না হিসাবে প্রদান করেন।

৩.৪ অভিযোগকারীকে জমি বিক্রি না হওয়ায়, তিনি ২১.১২.১৯৯১ তারিখে একটি প্রথম তথ্য প্রতিবেদন দায়ের করেন। প্রথম তথ্য প্রতিবেদনে অভিযোগকারীর মামলা ছিল যে, যদিও অভিযোগকারী ট্রাস্টের জমি ৪৪,০০০/৪৫,০০০/- টাকা দরে কিনতে রাজি হয়েছিলেন এবং তিনি ০৩.০৭.১৯৯১ তারিখে কর্নেল রবি ইন্দর সিংকে ১,০০,৪০০/- টাকা বায়না হিসাবে প্রদান করেছিলেন, যিনি তাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে ০৮.০৭.১৯৯১ তারিখের মধ্যে বিক্রয় সম্পাদিত হবে, তবে, আজ পর্যন্ত, বিক্রয় সম্পাদিত হয়নি এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিরা বিক্রয় দলিল সম্পাদন করতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক নয়। অভিযোগকারী আরও জানতে পারেন যে ট্রাস্টের জমি বিক্রয়ের জন্য আদালত কর্তৃক অভিযুক্ত ব্যক্তিদের কোনো অনুমতি দেওয়া হয়নি। এই অভিযোগগুলির ভিত্তিতে, ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৪২০/৪০৬ এর অধীনে প্রথম তথ্য প্রতিবেদন দায়ের করা হয়েছিল।

৩.৫ প্রায় একই ধরনের অভিযোগ শ্রী ফতেহ সিং একই আসামীদের বিরুদ্ধে করেছিলেন যেখানে শ্রী ফতেহ সিং দাবি করেছিলেন যে তিনি ০৩.০৭.১৯৯১ তারিখে কর্নেল রবি ইন্দর সিংকে ৭৫,৬০০/- টাকা বায়না হিসাবে প্রদান করেছেন এবং বিক্রয় সম্পাদিত না হওয়ায়, প্রথম তথ্য প্রতিবেদন নথিভুক্ত করা উচিত।

৩.৬ অভিযোগকারী কর্তৃক দায়ের করা প্রথম তথ্য প্রতিবেদনের ভিত্তিতে, মামলা ১৯৯১ সালের অপরাধ নং ৩১৫ ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৪২০/৪০৬ এর অধীনে নিবন্ধিত হয় এবং শ্রী ফতেহ সিং কর্তৃক জমা দেওয়া প্রথম তথ্য প্রতিবেদনের ভিত্তিতে, মামলা ১৯৯১ সালের অপরাধ নং ৩১৫-এ ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৪২০/৪০৬ এর অধীনে নিবন্ধিত হয়। উভয় অপরাধ নম্বরের তদন্তের পর, ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৪১৯, ৪২০, ৪৬৭, ৪৭১ এবং ১২০-খ এর অধীনে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়।

৩.৭ আপিলকারী, যিনি অন্যান্য আসামীদের সাথে একজন অভিযুক্ত ছিলেন, ১৯৯৩ সালের ফৌজদারি বিবিধ আবেদন নং ৬০২৭ এবং ১৯৯৩ সালের ৬০২৮ দায়ের করে মামলা ১৯৯১ সালের অপরাধ নং ৩১৫ এবং ১৯৯১ সালের অপরাধ নং ৩১৫-এ এর প্রথম তথ্য প্রতিবেদন এবং রামপুরের প্রধান বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অভিযুক্তদের তলবের আদেশ বাতিলের জন্য প্রার্থনা করেন।

৩.৮ হাইকোর্ট মামলার ঘটনাগুলি উল্লেখ করার সময় উভয় অভিযোগ থেকে লক্ষ্য করে যে শ্রী হরগুশরন সিং এবং শ্রী ফতেহ সিং এর কাছ থেকে ১,৭৫,০০০/- টাকা প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়েছে। হাইকোর্ট আরও লক্ষ্য করে যে ১,৭৫,০০০/- টাকার স্ট্যাম্প পেপার ক্রয় করা হয়েছে। হাইকোর্ট আরও লক্ষ্য করে যে এটি একটি স্বীকৃত সত্য যে ট্রাস্টের জমি বিক্রির অনুমতি জেলা জজের আদালতে চাওয়া হয়েছিল, কিন্তু তা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল এই কারণে যে দেওয়ানি কার্যবিধির ধারা ৯২ এর অধীনে যথাযথ আদেশ পাশ করা যেতে পারে যা করা হয়নি। হাইকোর্ট আরও লক্ষ্য করে যে আবেদনকারীরা দুইজন প্রখ্যাত আইনজ্ঞ, যার মধ্যে শ্রী সোলি সোরাবজি অন্তর্ভুক্ত, তাদের কাছ থেকে তথ্য পেয়েছিলেন, যারা মতামত দিয়েছিলেন যে বর্তমান ক্ষেত্রে ট্রাস্টিদের ট্রাস্টের জমি বিক্রির ক্ষমতা রয়েছে। হাইকোর্ট ঘটনাগুলি লক্ষ্য করার পর আবেদনগুলি নিষ্পত্তির সময় নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণগুলি করেছিল:-

".....সংযুক্তি সহ অভিযোগগুলি পর্যালোচনা করার পর মনে হচ্ছে যে আবেদনকারীদের দ্বারা সম্পত্তির কোনো অসৎ আত্মসাৎ হয়নি কারণ পুরো অর্থ স্ট্যাম্প পেপার কেনার উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হয়েছে। একটি যুক্তি উত্থাপন করা হয়েছে, যে স্ট্যাম্প পেপার ছয় মাস পার হওয়ার পর ভাঙানো যায়নি, যা কোনোভাবেই উত্তরদাতা নং ২ এর ক্ষতি বা আঘাত করার অসৎ উদ্দেশ্যকে দায়ী করা যায় না এবং সেটি আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে মূল অভিযোগও নয়। যেহেতু কোনো আবেদনকারী কর্তৃক ১,৭৬,০০০/- টাকা আত্মসাৎ করা হয়নি, সেহেতু ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৪০৬ এর অধীনে অভিযোগ টিকতে পারে না, কোনো নথির জালিয়াতি সম্পর্কিত কোনো অভিযোগও নেই....."

৩.৯ হাইকোর্ট এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে ১২০-খ ধারার অধীনে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ ব্যর্থ হয়েছে। হাইকোর্ট মনে করে যে, সাক্ষ্যপ্রমাণ গ্রহণের পর্যায়ে বাস্তবিক তথ্যের আরও যাচাই-বাছাই করা প্রয়োজন হবে, সেই সময়ে প্রতারণার উপাদান সম্পর্কিত উভয় পক্ষের যুক্তিপ্রমাণ সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে পরীক্ষা করা যেতে পারে। হাইকোর্ট উপরোক্ত বিষয়ে কোনো মতামত প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকে। উপরোক্ত বিবেচনার ফলস্বরূপ, হাইকোর্ট আবেদনগুলি আংশিকভাবে মঞ্জুর করে, প্রধান বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত আদেশটি বাতিল করে। হাইকোর্ট আরও নির্দেশ দেয় যে প্রধান বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট আবেদনকারী নং ১ এবং ২ এর বিরুদ্ধে নতুন করে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৪২০/৩৪ এর অধীনে অভিযোগ আমলে নেবেন এবং সেই অনুযায়ী প্রক্রিয়া শুরু করবেন। প্রথম তথ্য প্রতিবেদন এবং অভিযোগপত্র বাতিলের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। আবেদনকারী নং ৩ এবং ৪ কেও অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল।

৩.১০ হাইকোর্টের ০৯.১১.১৯৯৫ তারিখের উপরোক্ত আদেশের পর, ১৮.১১.১৯৯৬ তারিখে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৪২০/৩৪ এর অধীনে অভিযোগ গঠন করা হয়। ১৭.১১.২০০০ তারিখে, রাষ্ট্রপক্ষ সাক্ষ্যপ্রমাণ শুরু করে। রাষ্ট্রপক্ষ ২১.১১.২০১২ তারিখে তার সাক্ষ্যপ্রমাণ সম্পন্ন করে। এরপর, প্রতিরক্ষার সাক্ষ্যপ্রমাণও নথিভুক্ত করা হয় এবং বিচারিক আদালত তার ০৭.১০.২০১৩ তারিখের রায় প্রদান করে আপিলকারীকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৪২০ ধারা ৩৪ সহ পঠিত হলে দোষী সাব্যস্ত করে এবং পাঁচ বছরের সরল কারাদণ্ড এবং ২৫,০০০/- টাকা জরিমানা প্রদান করে। অন্যান্য সহ-অভিযুক্ত কর্নেল রবি ইন্দর সিং বিচার চলাকালীন মারা যাওয়ায়, আপিলকারীকে হেফাজতে নেওয়া হয় এবং কারাগারে পাঠানো হয়।

৩.১১ ০৮.১০.২০১৩ তারিখে, আপিলকারী কর্তৃক রামপুরের দায়রা বিচারকের আদালতে ২০১৩ সালের ফৌজদারি আপিল নং ৫৭ দায়ের করা হয়। ২৬.০৬.২০১৪ তারিখে, ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৩৯১ এর অধীনে (১৪ খা) একটি আবেদন দায়ের করা হয় উক্ত ১৮.১০.১৯৮৯ তারিখের ট্রাস্ট ডিড এবং ১১২ নং রেজোলিউশন নথিভুক্ত করার জন্য। আবেদনে বলা হয়েছিল যে ট্রাস্ট ডিড দিল্লির নিবন্ধকের কাছে নিবন্ধিত ছিল এবং ট্রাস্ট ডিডের ফটোকপি নিম্ন আদালতের নথিভুক্ত রয়েছে যার কাগজ নং ৩০খা/৪৬, যা বিতর্কিত রায়েও উল্লেখ করা হয়েছে। একটি সত্যায়িত অনুলিপি আবেদনের সাথে দাখিল করা হয়েছিল এই প্রার্থনা সহ যে নথিটি অনুগ্রহ করে নথিভুক্ত করা হোক এবং ট্রাস্টিদের দ্বারা গৃহীত রেজোলিউশনের সত্যায়িত অনুলিপি দাখিল করা হয়েছিল, যা নথিভুক্ত করার প্রার্থনা করা হয়েছিল।

৩.১২ ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৩৯১ এর অধীনে (১৭ খা) আরও একটি আবেদন ১৫.০৭.২০১৪ তারিখে দায়ের করা হয়েছিল, যেখানে ১৮.১০.১৯৮৯ তারিখের ট্রাস্ট ডিড এবং ১১২ নং রেজোলিউশন প্রমাণ করার জন্য সাক্ষীদের তলব করার প্রার্থনা করা হয়েছিল। উভয় আবেদনই জেলা জজের বিবেচনার জন্য আসে, যিনি তার ০২.১১.২০১৫ তারিখের আদেশ দ্বারা উভয় আবেদনই প্রত্যাখ্যান করেন। আপিল আদালত মতামত দেয় যে নিম্ন আদালতের নথিভুক্ত দেখায় যে মামলাটি খুব পুরনো এবং এটি কয়েক বছর ধরে বিচার চলাকালীন বিচারাধীন ছিল। অভিযুক্ত-আপিলকারীকে প্রতিরক্ষায় সাক্ষ্যপ্রমাণের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। এই নথিগুলি কেন বিচারিক আদালতে প্রমাণিত হয়নি তার কোনো পর্যাপ্ত কারণ দেখানো হয়নি। অতএব, আবেদনগুলি প্রত্যাখ্যানের যোগ্য।

৩.১৩ ০২.১১.২০১৫ তারিখের আদেশের বিরুদ্ধে, আবেদনকারী কর্তৃক হাইকোর্টে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৪৮২ এর অধীনে একটি আবেদন দায়ের করা হয়েছিল, যা হাইকোর্ট তার বিতর্কিত ১৭.০১.২০১৭ তারিখের রায় দ্বারা প্রত্যাখ্যান করেছে। হাইকোর্ট এই মত পোষণ করে যে আবেদনকারী কর্তৃক এত বিলম্বিত পর্যায়ে অতিরিক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণের জন্য দায়ের করা আবেদনগুলি কিছু অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে বা আপিলের সিদ্ধান্তকে অনন্তকাল পর্যন্ত বিলম্বিত করার জন্য মনে হচ্ছে। হাইকোর্ট ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৪৮২ এর অধীনে দায়ের করা আবেদন প্রত্যাখ্যান করে। ক্ষুব্ধ হয়ে, আপিলকারী এই আপিল দায়ের করেছেন।

৪. আমরা আপিলকারীর পক্ষে বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী আর.এস. সুরিকে শুনেছি। উত্তর প্রদেশ রাজ্যের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী রত্নাকর দাস উপস্থিত ছিলেন। উত্তরদাতা নং ৩-অভিযোগকারী শ্রী হরগুশরন সিং নিজে উপস্থিত ছিলেন এবং তাকে দীর্ঘ সময় ধরে শোনা হয়েছে।

৫. আপিলকারীর পক্ষে বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী আর.এস. সুরি জমা দিয়েছেন যে আপিল আদালত ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৩৯১ এর অধীনে আপিলকারী কর্তৃক দায়ের করা আবেদনগুলি প্রত্যাখ্যান করে ভুল করেছে। বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী জমা দিয়েছেন যে এই আদালতের সামনে উপস্থিত আপিলকারী ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার, যিনি সশস্ত্র বাহিনীতে বিশিষ্ট এবং প্রশংসনীয় সেবা প্রদান করেছেন। তিনি ১৯৭১ সালের যুদ্ধে মহা বীর চক্রও পেয়েছিলেন। আপিলকারী ট্রাস্টের ট্রাস্টি ছিলেন এবং ট্রাস্টের অন্যান্য সদস্যদের সাথে ট্রাস্টের জমি বিক্রয়ের জন্য অনুমোদিত ছিলেন। আপিলকারী অভিযোগকারীদের কাছ থেকে একটি টাকাও পাননি। অভিযোগকারী (শ্রী হরগুশরন সিং) কর্নেল রবি ইন্দর সিংকে ১,০০,৪০০/- টাকা দিয়েছেন বলে দাবি করেছেন এবং অন্য অভিযোগকারী (ফতেহ সিং) কর্নেল রবি ইন্দর সিংকে ৭৫,৬০০/- টাকা দিয়েছেন।

১,৭৫,০০০/- টাকার স্ট্যাম্প ডিউটি ক্রয় করা হয়েছিল, যে নথিটি নথিভুক্ত ছিল। আপিলকারী বা ট্রাস্টের দ্বারা কোনো অর্থ আত্মসাৎ বা ব্যবহার করা হয়নি। আপিলকারীর বিরুদ্ধে প্রতারণা বা জালিয়াতির অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ভুল। দ্বিতীয় ট্রাস্ট ডিড যার তারিখ ১৮.১০.১৯৮৯, সেটিও নথিভুক্ত ছিল (অভিযোগকারী নিজেই ফটোকপি দাখিল করেছেন), যা বিচারিক আদালত তার রায়ে কাগজ নং ৩০খা/৪৬ হিসাবে উল্লেখ করেছে। আপিলকারী এবং তার আইনজীবীর ত্রুটির কারণে, উপরের ট্রাস্ট ডিড এবং ট্রাস্টিদের অনুমোদনকারী রেজোলিউশন বিচারিক আদালতে প্রমাণ করা যায়নি, যেখানে উপরের ট্রাস্ট ডিড এবং রেজোলিউশন শ্রী ফতেহ সিং কর্তৃক দায়ের করা ১৯৯১ সালের অপরাধ নং ৩১৫-এ মামলায় উল্লেখ করা হয়েছে এবং প্রমাণিত হয়েছে।

৬. বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী আরও জমা দেন যে ১৯৯১ সালের অপরাধ নং ৩১৫-এ মামলায়, যা আপিলকারীর বিরুদ্ধে একই অভিযোগের উপর ভিত্তি করে ছিল, বিচারিক আদালত তার ৩০.১১.২০১৫ তারিখের রায় ও আদেশ দ্বারা আপিলকারীকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৪২০/৩৪ এর অধীনে অভিযোগ থেকে খালাস দিয়েছে। উপরের মামলায় বিচারিক আদালত দ্বিতীয় ট্রাস্ট ডিড এবং রেজোলিউশন নং ১১২ উভয়ই লক্ষ্য করেছে, যা যথাযথভাবে প্রমাণিত হয়েছিল। জমা দেওয়া হয়েছে যে এটি একটি ত্রুটি যে দ্বিতীয় ট্রাস্ট ডিড এবং রেজোলিউশন, যা ট্রাস্টের জমি বিক্রয়ের জন্য অভিযোগকারীর সাথে (এম.ও.ইউ) করার ভিত্তি ছিল, তা প্রমাণ করা যায়নি, যেখানে সেগুলি উল্লেখ করা হয়েছিল এবং নথিভুক্ত এর অংশ ছিল এবং অন্য মামলায় প্রমাণিত হয়েছিল। শ্রী সুরি জমা দেন যে আপিল আদালত ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৩৯১ এর অধীনে নথিভুক্ত নথিগুলি গ্রহণ করতে এবং আপিলকারীকে উক্ত নথিগুলি প্রমাণ করার জন্য সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপনের অনুমতি না দিয়ে এখতিয়ার প্রয়োগে ভুল করেছে, যার ফলে ন্যায়বিচারের ব্যর্থতা ঘটেছে। শ্রী সুরি আরও জমা দেন যে অভিযোগকারী কর্তৃক দায়ের করা প্রাথমিক তথ্য প্রতিবেদনটি আপিলকারীর বিদ্বেষপূর্ণ অভিযোগের আরেকটি উদাহরণ ছিল। তিনি জমা দেন যে এই আদালত পারমিন্দর কৌর বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য এবং আরেকজন, (২০১০) ১ এসসিসি ৩২২: এআইআর ২০১০ এসসি ৮৪০, শ্রী হরগুশরন সিং কর্তৃক দায়ের করা অভিযোগ থেকে উদ্ভূত কার্যক্রম বাতিল করার সময় পর্যবেক্ষণ করেছে যে শ্রী হরগুশরন সিং তার শ্যালিকার বিরুদ্ধে বিদ্বেষপূর্ণ এবং প্রতিশোধমূলক ফৌজদারি মামলা দায়ের করেছিলেন, যা এই আদালত কর্তৃক বাতিল করা হয়েছিল।

৭. শ্রী সুরি আরও জমা দেন যে আপিল আদালত কোনো নিরপরাধ ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত না হয় তা খুঁজে বের করতে এবং নিশ্চিত করতে, আপিলকারীকে দ্বিতীয় ট্রাস্ট ডিড এবং রেজোলিউশন প্রমাণ করার জন্য সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপনের সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল, যা অস্বীকার করায় ব্যাপক অন্যায় হয়েছে।

৮. উত্তর প্রদেশ রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী রত্নাকর দাস জমা দেন যে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৩৯১ এর অধীনে ক্ষমতা খুব কমই এবং ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা উচিত। তিনি জমা দেন যে আপিলকারীকে দ্বিতীয় ট্রাস্ট ডিড এবং রেজোলিউশন প্রমাণ করার জন্য সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপনের অনুমতি দিলে একটি নতুন বিচার জড়িত হবে। তিনি আরও জমা দেন যে এমনকি যদি ১৮.১০.১৯৮৯ তারিখের ট্রাস্ট ডিডের সত্যায়িত অনুলিপি নথিভুক্ত করা হয়, তবে তা কোনো উদ্দেশ্য পূরণ করবে না। তিনি অকপটে জমা দেন যে নথিগুলি নথিভুক্ত করা হলে তার কোনো আপত্তি নেই, তবে সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপনের সুযোগ দিলে অনেক সময় লাগবে, যা আপিলের নিষ্পত্তি বিলম্বিত করবে। তিনি জমা দেন যে আবেদনে (১৭-খা) কোনো সাক্ষীর নাম তালিকাভুক্ত করা হয়নি, যিনি নথিগুলি প্রমাণ করতে পারবেন। শুধুমাত্র এই সত্য যে নথিগুলির নিবন্ধন প্রমাণিত হয়েছে, তার মানে এই নয় যে বিষয়বস্তুও প্রমাণিত হয়েছে।

৯. শ্রী হরগুশরন সিং, স্বয়ং উপস্থিত হয়ে, আপিলকারী কর্তৃক ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৩৯১ এর অধীনে দায়ের করা আবেদন প্রত্যাখ্যান করে দায়রা বিচারক কর্তৃক প্রদত্ত আদেশকে সমর্থন করেছেন। তিনি জমা দেন যে এই বিশেষ অনুমতি আবেদনটি কেবল ফৌজদারি আপিলের নিষ্পত্তি বিলম্বিত করার উদ্দেশ্যে দায়ের করা হয়েছে। তিনি জমা দেন যে আপিলকারী জমির বিক্রয়ের জন্য জেলা জজের কাছ থেকে অনুমতি নেননি এবং জেলা বিচারক ২৭.১০.১৯৮৯ তারিখে আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং আবেদন প্রত্যাখ্যান করা সত্ত্বেও, আপিলকারী এবং ট্রাস্টের অন্যান্য সদস্যরা জমি বিক্রয়ের তাদের পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যান, যার ফলে অভিযোগকারী কর্নেল রবি ইন্দর সিংকে ১,০০,৪০০/- টাকা প্রদান করেন। আপিলকারীকে ০৭.১০.২০১৩ তারিখে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল এবং ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৩৯১ এর অধীনে আবেদনটি নয় মাস পরে দায়ের করা হয়েছিল। আপিলকারী প্রতিরক্ষায় সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপনের সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন। দায়রা বিচারক ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৩৯১ এর অধীনে দায়ের করা আবেদনটি যুক্তিযুক্ত কারণ দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছেন। হাইকোর্টও উক্ত আদেশকে সঠিকভাবে বহাল রেখেছে, যার জন্য এই আদালতের কোনো হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই। আপিলকারী কর্তৃক আবেদনটি কেবল তার অপরাধ ধামাচাপা দেওয়ার জন্য দায়ের করা হয়েছে। আপিলকারী একই সাথে অনুমোদন এবং নিন্দা করছেন। ১৮.১০.১৯৮৯ তারিখের নথিটি ইতিমধ্যেই নথিভুক্ত রয়েছে এবং তাই এটি আবার আনার কোনো প্রয়োজন নেই। মূল ট্রাস্ট ডিড ২৭.০৬.১৯৫৯ তারিখে রামপুরে নিবন্ধিত হয়েছিল, যা এখনও বৈধ। অনুমতি প্রত্যাখ্যান করা সত্ত্বেও, আপিলকারীরা যুক্তি দিচ্ছেন যে তাদের এখনও সম্পত্তি বিক্রয়ের অধিকার রয়েছে। শ্রী হরগুশরন সিং আরও জমা দেন যে আপিলকারী জালিয়াতি এবং প্রতারণা করেছে। তিনি পেপারবুকের পৃষ্ঠা ২৮, অনুচ্ছেদ নং ৮ উল্লেখ করেছেন এবং জমা দিয়েছেন যে

অনুচ্ছেদ নং ৮ থেকে "না" শব্দটি মুছে ফেলা হয়েছে, যা দেখায় যে আপিলকারীরা এই আদালতের সামনে পরিষ্কার হাতে আসেনি এবং তারা এই আদালত থেকে ট্রাস্ট ডিডের আসল ধারাও গোপন করেছে।তিনি আরও জমা দেন যে এই আদালতকে দায়রা বিচারকের সামনে বিচারাধীন ফৌজদারি আপিলের শুনানি পর্যবেক্ষণ করা উচিত।

১০. আমরা পক্ষগুলির জমা দেওয়া বক্তব্যগুলি বিবেচনা করেছি এবং নথিভুক্ত বিষয়গুলি পরীক্ষা করেছি।

১১. বর্তমান আপিলে, আমরা কেবল আপিলকারী কর্তৃক তার দোষী সাব্যস্ত হওয়ার আদেশের বিরুদ্ধে দায়ের করা ফৌজদারি আপিলে দায়রা বিচারকের সামনে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৩৯১ এর অধীনে দায়ের করা আবেদনের প্রত্যাখ্যান নিয়ে উদ্বিগ্ন। দায়রা বিচারক ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৩৯১ এর অধীনে আপিলকারীকে অতিরিক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থাপনের অনুমতি দেওয়ার ক্ষমতা প্রয়োগে ভুল করেছে কিনা, এটি একটি উত্তর দেওয়ার মতো প্রশ্ন। হাইকোর্ট ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৪৮২ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগে ভুল করেছে কিনা?

১২. ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩ এর অধ্যায় XXIX "আপিল" নিয়ে আলোচনা করে। ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৩৯১ আপিল আদালতকে আরও সাক্ষ্যপ্রমাণ গ্রহণ করার বা তা গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করে। ধারা ৩৯১ নিম্নরূপ:

"৩৯১. আপিল আদালত আরও সাক্ষ্যপ্রমাণ গ্রহণ করতে পারে বা তা গ্রহণ করার নির্দেশ দিতে পারে—(১) এই অধ্যায়ের অধীনে কোনো আপিল নিষ্পত্তি করার সময়, আপিল আদালত, যদি অতিরিক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ প্রয়োজনীয় মনে করে, তবে তার কারণ লিপিবদ্ধ করবে এবং হয় নিজেই এই ধরনের সাক্ষ্যপ্রমাণ গ্রহণ করবে, অথবা একজন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক তা গ্রহণ করার নির্দেশ দেবে, অথবা যখন আপিল আদালত একটি হাইকোর্ট হয়, তখন একটি দায়রা আদালত বা একজন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক।

(২) যখন দায়রা আদালত বা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অতিরিক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ গ্রহণ করা হয়, তখন তারা এই ধরনের সাক্ষ্যপ্রমাণ আপিল আদালতকে প্রত্যয়িত করবে, এবং সেই আদালত অতঃপর আপিলের নিষ্পত্তি করবে।

(৩) অতিরিক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ গ্রহণ করার সময় অভিযুক্ত বা তার আইনজীবীর উপস্থিত থাকার অধিকার থাকবে।

(৪) এই ধারার অধীনে সাক্ষ্যপ্রমাণ গ্রহণ অধ্যায় XXIII এর বিধান সাপেক্ষে হবে, যেন এটি একটি তদন্ত।"

১৩. ধারা ৩৯১(১) এর মূল শব্দগুলি হল "যদি এটি অতিরিক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ প্রয়োজনীয় মনে করে"।

ধারা ৩৯১(১)-এ ব্যবহৃত "প্রয়োজনীয়" শব্দটি আপিলের নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় বোঝায়। এই আপিলটি দোষী সাব্যস্ত হওয়া আসামিদের দ্বারা দায়ের করা হয়েছে। আপিল আদালতের ক্ষমতা ধারা ৩৮৬-তে বর্ণিত আছে। একটি দোষী সাব্যস্ত হওয়ার আপিলে, আপিল আদালত ধারা ৩৮৬(খ) এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে, যা নিম্নরূপ:

(খ) একটি দোষী সাব্যস্ত হওয়ার আপিলে-

(i) রায় ও দণ্ড বাতিল করে আসামিকে খালাস বা অব্যাহতি দিতে পারে, অথবা তাকে উপযুক্ত এখতিয়ারসম্পন্ন অধস্তন আদালত দ্বারা পুনরায় বিচার করার আদেশ দিতে পারে অথবা বিচারের জন্য দায়রা আদালতে সোপর্দ করতে পারে, অথবা

(ii) দণ্ড বহাল রেখে রায় পরিবর্তন করতে পারে, অথবা

(iii) রায় পরিবর্তন করে বা না করে, দণ্ডের প্রকৃতি বা পরিমাণ, অথবা প্রকৃতি ও পরিমাণ পরিবর্তন করতে পারে, তবে তা বৃদ্ধি করা যাবে না;

১৪. ধারা ৩৯১ এর অধীনে অতিরিক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ গ্রহণের ক্ষমতা, সুতরাং, ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য আপিল আদালত কর্তৃক আপিলের যথাযথ নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে। ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৩৯১ এর ব্যাপ্তি ও পরিধি এই আদালতে রাজেশ্বর প্রসাদ মিশ্র বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং আরেকজন, এআইআর ১৯৬৫ এসসি ১৮৮৭, মামলায় বিবেচনার জন্য এসেছে। বিচারপতি হিদায়াতুল্লাহ, বেঞ্চের পক্ষে বক্তব্য রেখে রায় দেন যে, আপিল আদালতকে ব্যাপক বিচক্ষণতা প্রদান করা হয়েছে এবং বিভিন্ন কারণে অতিরিক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ প্রয়োজনীয় হতে পারে। তিনি রায় দেন যে অতিরিক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ তখনই প্রয়োজনীয় হবে যখন এর অভাবে রায় দেওয়া অসম্ভব হবে না, বরং ন্যায়বিচারের ব্যর্থতা ঘটবে। অনুচ্ছেদ ৮ এবং ৯-এ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নির্ধারিত হয়েছিল:

"৮. .....যেহেতু আপিল আদালতকে ব্যাপক বিচক্ষণতা প্রদান করা হয়েছে, সেই আদালতের এখতিয়ারের সীমা অবশ্যই পরিস্থিতি এবং ন্যায্যতা ও শুভবুদ্ধির দ্বারা নির্ধারিত হতে হবে। সন্দেহ নেই, পুনরায় বিচার করার আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা এবং অতিরিক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ গ্রহণের ক্ষমতার মধ্যে কিছু সাদৃশ্য রয়েছে। প্রথমটি একটি চরম পদক্ষেপ যা অতিরিক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ যথেষ্ট না হলে নেওয়া হয়। উভয় পদক্ষেপেই ন্যায়বিচারের ব্যর্থতাকে একটি পূর্বশর্ত হিসাবে ধরা হয়। সাদৃশ্য এখানেই শেষ হয় এবং এই আদালতের অন্য ধারার ব্যাখ্যায় করা পর্যবেক্ষণের সাহায্যে একটি ধারাকে ব্যাখ্যা করা সম্ভবত সঠিক নয়।"

৯. বিভিন্ন কারণে অতিরিক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ প্রয়োজনীয় হতে পারে, যা আইনসভা যা করতে বিরত থেকেছে, তা করার জন্য করা পর্যবেক্ষণের সাহায্যে একটি ধারাকে ব্যাখ্যা করা সম্ভবত সঠিক নয়, অর্থাৎ আপিল আদালতের বিচক্ষণতাকে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে সীমাবদ্ধ করা। তবে, এটা বলা যেতে পারে যে অতিরিক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ তখনই প্রয়োজনীয় হবে যখন এর অভাবে রায় দেওয়া অসম্ভব হবে না, বরং ন্যায়বিচারের ব্যর্থতা ঘটবে। এই ক্ষমতা সযত্নে এবং শুধুমাত্র উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে। একবার যখন এই ধরনের পদক্ষেপ ন্যায্য বলে প্রমাণিত হয়, তখন যে ধরনের সাক্ষ্যপ্রমাণ গ্রহণ করা যেতে পারে তার উপর কোনো বিধিনিষেধ থাকে না। এটি আনুষ্ঠানিক বা বাস্তব হতে পারে। অবশ্যই, এটি এমনভাবে গ্রহণ করা যাবে না যাতে অভিযুক্তের প্রতি কোনো কুসংস্কার সৃষ্টি হয়, যেমন, এটি পুনরায় বিচার বা তার বিরুদ্ধে মামলার প্রকৃতি পরিবর্তনের ছদ্মবেশে গ্রহণ করা উচিত নয়। সাধারণত এই আদেশ দেওয়া উচিত নয় যদি রাষ্ট্রপক্ষ এর ন্যায্য সুযোগ পেয়ে থাকে এবং তা কাজে লাগায়নি, যদি না ন্যায়বিচারের প্রয়োজন অন্যথা নির্দেশ করে.....।"

১৫. এই আদালত আবার রামভাউ এবং আরেকজন বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য, (২০০১) ৪ এসসিসি ৭৫৯ মামলায় ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৩৯১ এর অধীনে আপিল আদালতের ক্ষমতা উল্লেখ করেছে। অনুচ্ছেদ ১ এবং ২ এ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বলা হয়েছে:

"১. ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৩৯১ এর অধীনে অতিরিক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহের বিষয়ে একটি অত্যন্ত বিস্তৃত বিচক্ষণতা উপলব্ধ রয়েছে। আইনগত বিধানগুলির (ধারা ৩৯১) একটি সরল দৃষ্টিপাত একই প্রকাশ করবে.....

২. তবে, নির্দেশনার জন্য একটি সতর্কবাণী প্রবর্তন করা উচিত, অর্থাৎ: এই অতিরিক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ এমনভাবে গ্রহণ করা যাবে না এবং করা উচিত নয় যাতে অভিযুক্তের প্রতি কোনো কুসংস্কার সৃষ্টি হয়। এটি পুনরায় বিচার বা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলার প্রকৃতি পরিবর্তনের ছদ্মবেশ নয়। এই আদালত রাজেশ্বর প্রসাদ মিশ্র বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মামলায় দ্ব্যর্থহীনভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে যে, যদি রাষ্ট্রপক্ষ এর ন্যায্য সুযোগ পেয়ে থাকে এবং তা কাজে লাগায়নি, তবে সাধারণত আদেশ দেওয়া উচিত নয়। তবে, এই আদালত অকপটে লিপিবদ্ধ করেছে যে ন্যায়বিচারের ধারণাটিই প্রাধান্য পাওয়া উচিত এবং যদি এটি কোড দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগকে নির্দেশ করে, তবে সে বিষয়ে কোনো দ্বিধা থাকা উচিত নয়।"

১৬. উপরোক্ত উল্লিখিত আইন অনুসারে, এটি স্পষ্ট যে আপিল আদালতের ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৩৯১ এর ক্ষমতা উপর কোনো বাধা নেই। ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য আদালতের উপর সমস্ত ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছে। বিচারিক প্রশাসনের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হলো ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা। জনগণের কাছে ন্যায়বিচার প্রদানের জন্য আদালত বিদ্যমান।

১৭. এখন, আমরা বর্তমান মামলার ঘটনাগুলিতে ফিরে আসি যে আপিল পর্যায়ে অতিরিক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ পেশ করার অনুমতি দেওয়ার জন্য আপিল আদালত কর্তৃক ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৩৯১ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য বর্তমান মামলাটি উপযুক্ত ছিল কিনা। উপরে উল্লিখিত ঘটনাগুলি নির্দেশ করে যে ট্রাস্ট নিঃসন্দেহে বিচাই গ্রামের কৃষি জমির মালিক। অভিযোগকারী তার নিজের মামলা অনুযায়ী ১৯৭৫ সাল থেকে ট্রাস্টের ঠিকেদার হিসাবে বিপুল সংখ্যক কৃষি জমির দখলে আছেন, যা তিনি এমনকি প্রথম তথ্য প্রতিবেদনেও উল্লেখ করেছেন। আপিল আদালতে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৩৯১ এর অধীনে ১৮.১০.১৯৮৯ তারিখের ট্রাস্ট ডিডের সত্যায়িত অনুলিপি এবং ১৮.১০.১৯৮৯ তারিখের ১১২ নং রেজোলিউশন গ্রহণ করার এবং মৌখিক সাক্ষ্যপ্রমাণ দ্বারা উক্ত নথি প্রমাণ করার অনুমতি দেওয়ার জন্য আবেদন করা হয়েছিল। বিচারিক আদালত তার ০৭.১০.২০১৩ তারিখের রায়ে ট্রাস্ট ডিডের উল্লেখ করেছে। বিচারিক আদালত তার রায়ে পর্যবেক্ষণ করেছে যে "১৮.১০.১৯৮৯ তারিখের ট্রাস্ট ডিডের অনুলিপি নথিভুক্ত রয়েছে যার কাগজ নং ৩০খা/৪৬"। বিচারিক আদালত আরও পর্যবেক্ষণ করেছে যে "এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে অভিযুক্ত ১৮.১০.১৯৮৯ তারিখের ট্রাস্ট ডিড সাক্ষ্যপ্রমাণ দ্বারা প্রমাণ করেনি"।

১৮. নথিভুক্ত যা উপলব্ধ ছিল তা ছিল ট্রাস্ট ডিডের ফটোকপি। ট্রাস্ট ডিড প্রমাণ না হওয়ায়, বিচারিক আদালত ট্রাস্ট ডিড এবং রেজোলিউশনকে বিবেচনায় নেয়নি, যা আপিলকারী এবং অন্যান্য ট্রাস্টিদের কৃষি জমি বিক্রয়ের জন্য (এম.ও.ইউ)-গুলিতে প্রবেশ করার আচরণ বুঝতে ও জানার জন্য প্রাসঙ্গিক ছিল। উপরে উল্লিখিত ঘটনাগুলি নির্দেশ করে যে রাষ্ট্রপক্ষ ১৭.১১.২০০০ তারিখে তার সাক্ষ্যপ্রমাণ নথিভুক্ত করা শুরু করে, যা ২১.১১.২০১২ তারিখে সম্পন্ন হয়। রাষ্ট্রপক্ষ তার সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থাপনের জন্য বারো বছর সময় নেয় এবং ২১.১১.২০১২ এর পরে, ০৭.১০.২০১৩ তারিখে রায় দেওয়া হয়। আপিলকারী ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৪২০/৩৪ এর অধীনে অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হন, এই অভিযোগ গ্রহণ করে যে অভিযোগকারীকে ট্রাস্টের কৃষি জমি বিক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে প্রতারিত করা হয়েছিল। আপিলকারীর ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৪৮২ এর অধীনে দায়ের করা আবেদন প্রত্যাখ্যান করার সময় হাইকোর্ট নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণগুলি করেছে:-

".....আবেদনকারী কর্তৃক এত বিলম্বিত পর্যায়ে অতিরিক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ দাখিল করার এই বর্তমান অনুশীলনটি কোনো অসৎ উদ্দেশ্য বা আপিলের সিদ্ধান্তকে অনন্তকাল পর্যন্ত বিলম্বিত করার জন্য বলে মনে হচ্ছে....."

১৯. হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত এবং নির্ভর করা উপরোক্ত উভয় কারণই ধারা ৪৮২ এর অধীনে দায়ের করা আবেদন প্রত্যাখ্যান করার জন্য ভিত্তিহীন। হাইকোর্টের প্রথম পর্যবেক্ষণ হলো এত বিলম্বিত পর্যায়ে অতিরিক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ দাখিল করা। বর্তমান মামলার ঘটনাগুলিতে আমরা উপরোক্ত পর্যবেক্ষণটি অনুমোদন করি না। যখন আপিল আদালতকে অতিরিক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থাপনের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তখন এটি বিলম্বিত পর্যায় ছিল এমন পর্যবেক্ষণ অপ্রয়োজনীয় ছিল। আপিলকারীকে ০৭.১০.২০১৩ তারিখে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল এবং পরদিন অর্থাৎ ০৮.১০.২০১৩ তারিখে অবিলম্বে আপিল দায়ের করা হয়েছিল। হাইকোর্ট এমনটিও উল্লেখ করেনি যে নথিভুক্ত এমন কিছু আছে যা নির্দেশ করে যে আপিলের শুনানি চলছিল এবং এই পর্যায়ে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৩৯১ এর অধীনে আবেদন দায়ের করা হয়েছিল, তাই আবেদনটিকে বিলম্বিত পর্যায়ে দায়ের করা হয়েছে বলে অভিহিত করা নিজেই অযৌক্তিক ছিল। উপরন্তু, হাইকোর্টের এই পর্যবেক্ষণ যে আবেদনটি কিছু অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে দায়ের করা হয়েছিল তা আমাদের কাছেও সমর্থনযোগ্য নয়। আপিলকারীকে বিচারিক আদালত কর্তৃক ইতিমধ্যে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল, অভিযোগ ছিল ট্রাস্টের কৃষি জমি বিক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে অভিযোগকারীকে প্রতারণা করা। দ্বিতীয় ট্রাস্ট ডিড যার তারিখ ১৮.১০.১৯৮৯, যা নথিভুক্ত ছিল এবং বিচারিক আদালত কর্তৃক উল্লিখিত হয়েছিল কিন্তু আপিলকারী দ্বারা প্রমাণিত না হওয়ায় তা দেখতে অস্বীকার করা হয়েছিল। ট্রাস্ট ডিড এবং রেজোলিউশনের সত্যায়িত অনুলিপি গ্রহণ করার জন্য এবং আপিলকারীকে সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থাপনের অনুমতি দেওয়ার জন্য হাইকোর্টের সামনে আবেদন দাখিল করাকে কোনোভাবেই দোষী সাব্যস্ত আসামীর অসৎ উদ্দেশ্য বলা যায় না। আপিলে, তার সমস্ত যুক্তি উত্থাপন করার এবং অতিরিক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থাপনের অধিকার রয়েছে, যা আপিল আদালতের মতে আপিল নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয়। যেমনটি উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, এই আদালত নির্দেশ দিয়েছে যে যখন অতিরিক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ গ্রহণ করা প্রয়োজন হয়, তখন তা কোনো নির্দিষ্ট সূত্রে তালিকাভুক্ত বা গণনা করা যায় না। এটি প্রতিটি মামলার তথ্যের উপর নির্ভর করে যে অতিরিক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ গ্রহণ করা প্রয়োজন কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসা। বর্তমান একটি মামলা যেখানে আপিলকারী এবং তার আইনজীবীর ত্রুটির কারণে দ্বিতীয় ট্রাস্ট ডিড, যা জমি বিক্রয়ের পদক্ষেপ নেওয়ার ভিত্তি ছিল, তা প্রমাণ করা যায়নি।

২০. হাইকোর্টের দ্বিতীয় পর্যবেক্ষণ হলো যে আপিল পর্যায়ে অতিরিক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ গ্রহণের আবেদন আপিলকারী কর্তৃক

আপিলের সিদ্ধান্তকে অনন্তকাল পর্যন্ত বিলম্বিত করার জন্য দায়ের করা হয়েছে, আমরা তা দেখতে ব্যর্থ হই যে যখন রাষ্ট্রপক্ষ বিচারিক আদালতে সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থাপনে বারো বছর সময় নেয় এবং বিচারিক আদালত কর্তৃক রায় ০৭.১০.২০১৩ তারিখে দেওয়া হয়, আপিল ০৮.১০.২০১৩ তারিখে দায়ের করা হয়, তখন আপিলকারীকে কীভাবে এই অভিযোগে অভিযুক্ত করা যেতে পারে যে তিনি আপিলকে অনন্তকাল পর্যন্ত বিলম্বিত করতে চেয়েছিলেন।এই পর্যবেক্ষণটি অযাচিত এবং ভুল ছিল। যখন সংবিধি একজন অভিযুক্তকে আপিলের অধিকার প্রদান করে, তখন তার সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়ার এবং ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যে আপিল আদালতের সমস্ত ক্ষমতার সুবিধা গ্রহণ করার অধিকার রয়েছে। একটি ফৌজদারি মামলায় আপিল আদালতকে বিবেচনা করতে হবে যে অভিযুক্তের দোষী সাব্যস্ত হওয়া গ্রহণযোগ্য কিনা অথবা আপিলকারী খালাসের জন্য একটি মামলা তৈরি করেছে কিনা। সকল আদালতের প্রচেষ্টা সত্য এবং ন্যায়বিচারের দিকে পৌঁছানো। অভিযোগকারীর মামলাটিও এই ছিল যে, ট্রাস্ট ডিড কার্যকর হওয়ার পরেই কৃষি জমি বিক্রয়ের বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়েছিল। ট্রাস্ট ডিড এবং রেজোলিউশন, যা জমি বিক্রয়ের প্রক্রিয়া শুরুর ভিত্তি এবং মূল, এমন নথি ছিল যা প্রমাণ করার অনুমতি দেওয়া উচিত ছিল যাতে আপিলকারীর কোনো অপরাধমূলক উদ্দেশ্য থাকলে তা খুঁজে বের করার জন্য কোনো সিদ্ধান্তে আসা যায়।

২১. এটি আরও প্রাসঙ্গিক যে, শ্রী ফতেহ সিং কর্তৃক দায়ের করা ১৯৯১ সালের অপরাধ নং ৩১৫-এ মামলায়, যিনি একজন ক্রেতাও ছিলেন এবং একই অভিযোগে প্রাথমিক তথ্য প্রতিবেদন দায়ের করেছিলেন। উক্ত মামলায়, ১৮.১০.১৯৮৯ তারিখের দ্বিতীয় ট্রাস্ট ডিড দাখিল করা হয়েছিল এবং প্রমাণিত হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত, ৩০.১১.২০১৫ তারিখের রায় দ্বারা আপিলকারীকে উক্ত মামলায় খালাস দেওয়া হয়েছে, যা পরিশিষ্ট পি-১৪ হিসাবে নথিভুক্ত করা হয়েছে। অন্য ফৌজদারি মামলায়, যা একই অভিযোগের ভিত্তিতে ছিল এবং যা কৃষি জমি বিক্রয়ের বিষয়ে একই (এম.ও.ইউ) এর উপর ভিত্তি করে ছিল, যেখানে শ্রী ফতেহ সিং কর্তৃক একই তারিখে ৭৫,৬০০/- টাকাও পরিশোধ করা হয়েছিল, ট্রাস্ট ডিড দাখিল করা হয়েছিল এবং প্রমাণ করা হয়েছিল যার উপর নির্ভর করে আপিলকারীর খালাস নথিভুক্ত করা হয়েছে। আপিলকারী আরও জমা দিয়েছেন যে ৩০.১১.২০১৫ তারিখের খালাসের রায়ের উল্লেখ হাইকোর্টের সামনেও করা হয়েছিল, কিন্তু হাইকোর্ট উক্ত রায়কে বিবেচনায় নেয়নি।

২২. বর্তমান মামলার ঘটনাগুলিতে, আমরা এই মত পোষণ করি যে আপিল আদালত ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৩৯১ এর অধীনে ১৮.১০.১৯৮৯ তারিখের দ্বিতীয় ট্রাস্ট ডিড এবং ১৮.১০.১৯৮৯ তারিখের ১১২ নং রেজোলিউশন গ্রহণ করতে এবং নথিগুলি প্রমাণ করার জন্য আপিলকারীকে সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপনের অনুমতি না দিয়ে এখতিয়ার প্রয়োগে ভুল করেছে।

২৩. শ্রী হরগুশরন সিং আমাদের সামনে আরও দাবি করেছেন যে আপিলকারীরা কোনো প্রতিকার পাওয়ার অধিকারী নন কারণ তারা এই আদালতে ট্রাস্ট ডিডের সঠিক অনুলিপি দাখিল করেননি এবং এই আদালতকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন। তিনি পেপারবুকের ২৮ পৃষ্ঠায় ট্রাস্ট ডিডের প্রকরণ (৮) উল্লেখ করেছেন, যেখানে তার মতে, "না" শব্দটি ইচ্ছাকৃতভাবে প্রকরণ (৮)-এ টাইপ করা হয়নি। আপিলকারীর পক্ষে উপস্থিত শ্রী সুরি অত্যন্ত ন্যায্যভাবে জমা দিয়েছেন যে অনুচ্ছেদ (৮)-এ "না" শব্দের অনুপস্থিতি কেবল একটি অসাবধানতাবশত টাইপিং ভুল, যা আপিলকারী দ্বারা যাচাই করা যায়নি। যখন ট্রাস্ট ডিডের সত্যায়িত অনুলিপি আপিলকারী কর্তৃক ইতিমধ্যেই আপিল আদালতে দাখিল করা হয়েছে, তখন আমরা দেখতে পাচ্ছি না যে ট্রাস্ট ডিডের একটি ভুল প্রকরণ পুনরুৎপাদন করে আপিলকারী কী লাভ করবে। আমরা সন্তুষ্ট যে "না" শব্দটির উল্লেখ না থাকা কেবল একটি ভুল, যা ইচ্ছাকৃত নয় এবং এই আদালতকে বিভ্রান্ত করার কোনো উদ্দেশ্য নেই। অভিযোগকারীকে এমন ভুল থেকে কোনো সুবিধা নিতে দেওয়া যাবে না।

২৪. আমরা, এইভাবে, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে বর্তমান ক্ষেত্রে, আপিল আদালত ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৩৯১ এর অধীনে তার এখতিয়ার প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৩৯১ (১৪ খা এবং ১৭ খা) এর অধীনে আবেদনগুলি প্রত্যাখ্যান করে ভুল করেছে। আপিল আদালতের ০২.১১.২০১৫ তারিখের আদেশ এবং হাইকোর্টের ১৫.০৩.২০১৬ তারিখের আদেশ উভয়ই বাতিল করা হলো। ১৪ খা এবং ১৭ খা আবেদনগুলি মঞ্জুর করা হলো। আমরা আরও নির্দেশ দিচ্ছি যে আপিলকারীকে ১৮.১০.১৯৮৯ তারিখের ডিডের বিষয়বস্তু প্রমাণ করার জন্য অন্তত একজন সাক্ষীকে উপস্থিত করে মৌখিক সাক্ষ্যপ্রমাণ পেশ করার অনুমতি দেওয়া হবে। আপিল আদালত উপরোক্ত নির্দেশ অনুযায়ী অতিরিক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ গ্রহণ করবে এবং এই আদেশের সত্যায়িত অনুলিপি তার সামনে পেশ করার তারিখ থেকে ছয় মাসের মধ্যে প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করবে। এরপর, ফৌজদারি আপিলের দ্রুত নিষ্পত্তি করা হবে। আপিল সেই অনুযায়ী মঞ্জুর করা হলো।

অঙ্কিত জ্ঞান

আপিল অনুমোদিত।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal